সমবায় পদার্থ

বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্ত পদার্থের অন্যতম হল এই সমবায় পদার্থ। অন্যতম এই কারণে, বৈশেষিকদের অনেক সিদ্ধান্ত এই সম্বন্ধ স্বীকারের ওপর নির্ভরশীল। যার দ্বারা দুটি ভিন্ন পদার্থের মিলন হয়, তাকে সাধারণতঃ সম্বন্ধ বলে। সম্বন্ধ থাকার ফলে যে দুটি পদার্থ সম্বদ্ধ বা মিলিত হয়, তারা বিশেষ্য-বিশেষণ রূপে প্রতিভাত হয়ে বিশিষ্ট বুদ্ধির জনক হয়। যেমন টেবিল ও বাদামী রং, দুটি ভিন্ন পদার্থ। টেবিলটি দ্রব্য পদার্থ এবং বাদামী রং গুণ পদার্থ। কোন সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত বা সম্বদ্ধ হয়েছে ? এইভাবে সম্বদ্ধ হওয়ার ফলে টেবিলটি বিশেষ্য এবং বাদামী রং তার বিশেষণ রূপে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ ‘বাদামী টেবিল’ - এই আকারে বিশিষ্ট বুদ্ধি উৎপন্ন হয়েছে।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, এই সম্বন্ধ নানা রকমের হতে পারে। যেমন ভূতলের সাথে ঘটের সম্বন্ধ, যার দ্বারা 'ঘটবৎভূতলম' - এই রকম জ্ঞান হয়। বস্ত্রের সাথে তার লাল রংয়ের সম্বন্ধ, যার দ্বারা 'লাল বস্ত্র' - এরূপ জ্ঞান হয়। মস্তকের সাথে কেশের অভাবের সম্বন্ধ, যার ফলে 'কেশহীন মস্তক', বিত্তের সাথে দেবদত্তের সম্বন্ধ, যার দ্বারা আমরা বলি, 'বিত্তবান দেবদত্ত' - এরকম জ্ঞান হয়। আবার রামের সাথে লক্ষণের সম্বন্ধ, এর দ্বারা 'রাম লক্ষণের জেষ্ঠ্য' - এরূপ জ্ঞান হয়। জ্ঞানের সাথে ঘটের সম্বন্ধ, যার ফলে জ্ঞানটি 'ঘটজ্ঞান' এইরূপে প্রতিভাত হয়। উক্ত সকল প্রতীতি বিশিষ্ট বুদ্ধি বা প্রতীতি অর্থাৎ এমন জ্ঞান যার দ্বারা একটি পদার্থ বিশেষ্য ও অপর পদার্থটি বিশেষণ রূপে জ্ঞাত হয়েছে। বিশেষ্য ও বিশেষণ পদার্থ দুটির মধ্যে কোন না কোন সম্বন্ধের ফলেই এই রকম বিশিষ্ট বুদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

উক্ত সম্বন্ধগুলির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব এদের মধ্যে কতগুলি সম্বন্ধ এমন যে, ঐ সম্বন্ধের ফলে সম্বন্ধ পদার্থ দুটি আধার-আধেয় রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন ঘটের সাথে ভূতলের সম্বন্ধের ফলে, ভূতলকে আধার ও ঘটকে আধেয় রূপে আমরা জানি। মস্তকের সাথে কেশের অভাবের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে মস্তককে আধার ও কেশের অভাবকে আধেয় রূপে জানি। কিন্তু দেবদত্তের সাথে বিত্তের যে সম্বন্ধ, তা কিন্তু দেবদত্তকে আধার ও বিত্তকে আধেয় রূপে প্রতিপন্ন করে না। যখন দেবদত্তকে বিত্তবান বলে জানি, তখন নিশ্চয় আমার এমন প্রতীতি হয় না যে, ঐ বিত্ত দেবদত্তে আছে। আবার রামের সাথে লক্ষণের যে সম্বন্ধ, সেক্ষেত্রেও আমার এমন জ্ঞান হয় না যে, রাম নামক ব্যক্তি লক্ষণ নামক ব্যক্তির আধার, অর্থাৎ এই সম্বন্ধ ‘লক্ষণ রামে আছে’ - এমন প্রতীতি কিন্তু উৎপন্ন করে না। জ্ঞানের সাথে ঘটের যে সম্বন্ধ, তাতেও আমার জ্ঞানকে আধার ও ঘটকে তার আধেয় রূপে জানি না। প্রথম প্রকারের সম্বন্ধকে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ বলেন; আর দ্বিতীয় প্রকারের সম্বন্ধকে বলেন, ‘বৃত্তি-অনিয়ামক’ সম্বন্ধ।

সমবায় একরকম বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ। অবয়বের সাথে অবয়বীর, দ্রব্যের সাথে গুণের, দ্রব্যের সাথে কর্মের, জাতির সাথে ব্যক্তির এবং নিত্য দ্রব্যের সাথে ঐ দ্রব্যে বিদ্যমান যে বিশেষ, এই সকল সম্বন্ধই সমবায় বলে ন্যায়-বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন।

এই সমবায় পদার্থের লক্ষণ দিতে গিয়ে বিশ্বনাথ তাঁর সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থে বলেন, 'সমবায়ত্বং নিত্য সম্বন্ধত্বম' অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধই হল সমবায়। ন্যায়কুসুমাঞ্জলীকার আচার্য উদয়ন সমবায়ের লক্ষণে বলেন, 'নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম' অর্থাৎ যা নিত্য ও সম্বন্ধস্বরূপ তাই সমবায়। সমবায়কে নিত্য সম্বন্ধ বলায় সংযোগাদি সম্বন্ধে অতিব্যাপ্তি হয় না, কারণ সংযোগ সম্বন্ধ অনিত্য সম্বন্ধ। আবার সমবায়কে 'সম্বন্ধ' বলায় আকাশাদি নিত্য দ্রব্যেও অতিব্যাপ্তি হয় না, কারণ আকাশাদি নিত্য হলেও তা দ্রব্য সম্বন্ধ নয়।

‘নিত্যসম্বন্ধই সমবায়’ - এরূপ মাত্র যদি সমবায়ের লক্ষণ হয়, তাহলে স্বরূপ সম্বন্ধে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ, স্বরূপসম্বন্ধ নিত্য ও সম্বন্ধ স্বরূপ। আকাশে আকাশত্ব এরূপ জ্ঞানের বিষয় আকাশত্ব স্বরূপ সম্বন্ধে আকাশে থাকে। আকাশ নিত্য বলে আকাশত্বের স্বরূপ সম্বন্ধটিও নিত্য হয়। এজন্য তাঁরা বলেন, সমবায়ের নিষ্কৃষ্ট লক্ষণটি হবে, ‘সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতি নিত্য সম্বন্ধত্বম সমবায়ত্বম’ অর্থাৎ যে সম্বন্ধটি সম্বন্ধী ভিন্ন, অথচ নিত্য সম্বন্ধ, তাই সমাবায়। স্বরূপ সম্বন্ধ নিত্য হলেও তা সম্বন্ধী ভিন্ন নয় বলে তাতে সমবায়ের লক্ষণের আর অতিব্যাপ্তি হবে না। কিন্তু দ্রব্যে গুণ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধটি কপাল ও ঘট - এ দুটি সম্বন্ধী থেকে ভিন্নই হয়।

মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্র গ্রন্থে কার্য ও কারণের সম্বন্ধকে সমবায় বলেছেন(ইহ ইদম ইতি যতঃ কার্য কারণয়োঃ স সমবায়ঃ)। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য সূত্রকারের প্রদত্ত লক্ষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'কার্য ও কারণের, অকার্য ও অকারণের মধ্যে এই আধারে এই আধেয় আছে' এরূপ যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে সম্বন্ধ তাই সমবায়। প্রশস্তপাদের প্রদত্ত সমবায়ের লক্ষণটি হল ঃ 'অযুত সিদ্ধানামাধার্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ প্রত্যয় হেতুঃ স সমবায়ঃ' অর্থাৎ আধার-আধেয়ভূত অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে এই আধারে এই আধেয় আছে এরূপ জ্ঞানের কারণীভূত যে সম্বন্ধ, তাই সমবায়।

পূর্বে যে পাঁচটি ক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রগুলির প্রত্যেকটিতেই সম্বন্ধ পদার্থ দুটি আধার-আধেয় ভাবে প্রতিভাত হয়। অবয়বী অবয়বে আছে বলে আমাদের বোধ হয়। যেমন বস্ত্র তন্তুতে আছে বলে আমরা জানি। গুণ দ্রব্যে আছে বলে প্রতীত হয়। যেমন টেবিলের বাদামী রং টেবিলে থাকে। কর্ম দ্রব্যে থাকে। যেমন পাখার গতি পাখাতে থাকে। জাতি ব্যক্তিতে আছে বলে আমাদের জ্ঞান হয়। যেমন মনুষ্যত্ব মানুষ অর্থাৎ রাম নামক ব্যক্তিতে আছে বলে আমাদের প্রতীতি হয়। বিশেষ নিত্য দ্রব্যে আছে বলে আমরা জানি। যেমন, একটি পরমাণুর বিশেষ সেই পরমাণুটিতে আছে বলে জ্ঞাত হই। তাই বলা যায় সমবায় বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ।

কিন্তু যে-কোন বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধই সমবায় নয়। গাছের সাথে বানরের সম্বন্ধের ফলে আমাদের জ্ঞান হয় ‘গাছে বানর আছে’। কিন্তু গাছের সাথে বানরের যে সম্বন্ধ, তা কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ নয়। এই সম্বন্ধকে সংযোগ বলে। ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন যে, সমবায় সম্বন্ধ বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ এবং তা দুটি অ-যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ। বানর ও গাছের যে সম্বন্ধ, তা বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ। কিন্তু যেহেতু বানর ও গাছ, এই দুটি পদার্থ যুত-সিদ্ধ, অ-যুতসিদ্ধ নয়, সেহেতু তাদের সম্বন্ধ বৃত্তি-নিয়ামক হলেও সমবায় নয়।

এখন আমরা ‘অ-যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ’ পদার্থটিকে বুঝে নিতে পারি। যে দুটি পদার্থ তাদের সত্তাকালে, আধার-আধেয় ভাবে অবস্থিত না হয়ে থাকতে পারে না, সেই পদার্থ দুটিকে অ-যুতসিদ্ধ বলে। যেমন অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম, ব্যক্তি-জাতি, নিত্যদ্রব্য-বিশেষ। অবয়ব-অবয়বী তাদের সত্তাকালে আধার-আধেয় ভাবেই থাকে, অর্থাৎ অবয়বী অবয়বে থাকে। দ্রব্য ও গুণের সত্তাকালেও তারা আধার-আধেয় ভাবাপন্ন হয়েই থাকে। যতক্ষণ দ্রব্য ও গুণ দুয়েরই সত্তা আছে, ততক্ষণ গুণ দ্রব্যেই থাকে। দ্রব্য ও কর্মের সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য। কারণ, যতক্ষণ দ্রব্য ও কর্ম দুই-ই থাকে, ততক্ষণ কর্ম দ্রব্যেই থাকে। যতক্ষণ জাতি ও ব্যক্তি দুই-ই আছে ততক্ষণ জাতি ব্যক্তিতে থাকে। নিত্যদ্রব্য ও বিশেষও সর্বদা আধার-আধেয় ভাবাপন্ন হয়েই থাকে। নিত্য দ্রব্য আধার এবং বিশেষ আধেয়।

কিন্তু একটি গাছ ও বানরের যে সম্বন্ধ তা কিন্তু এমন নয়। কারণ গাছের সাথে বানরটি সংযুক্ত হওয়ার আগে, গাছ ও বানরটি পৃথকভাবে ছিল; বানরটি গাছ থেকে চলে গেলে, আবার তারা পৃথকভাবেই থাকবে। গাছ ও বানরের মত যে দুটি পদার্থ, তাদের সত্তাকালে বিচ্ছিন্নভাবেও থাকতে পারে, তাদেরকে বলে যুতসিদ্ধ পদার্থ। যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয় আধার-আধেয় রূপে সম্বদ্ধ হলেও, তাদের সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয় না। যদি অযুতসিদ্ধ দুটি পদার্থ আধার-আধেয় রূপে সম্বদ্ধ হয়ে ‘এটি এটিতে আছে’ এরকম জ্ঞান উৎপন্ন করে, শুধু তাহলেই সেই সম্বন্ধকে সমবায় বলে।

এই সমবায় সম্বন্ধ সর্বত্রই এক, সম্বন্ধীভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় না। মনুষ্যত্ব ও মানুষের মধ্যে যে সমবায় পদার্থ সম্বন্ধরূপে বর্তমান, সেই একই সমবায় গোত্ব ও একটি গোরুর মধ্যে থাকে। এইভাবে মানার কারণ হল ঃ সমবায় এক, কারণ সমবায় সম্বন্ধ সর্বত্রই একই রকমের প্রতীতি উৎপন্ন করে। সেই প্রতীতি হচ্ছে 'ইহ প্রতীতি' অর্থাৎ 'এটি এটিতে আছে' এই রকমের জ্ঞান। তন্তু ও পটের সম্বন্ধ সমবায়, আমাদের জ্ঞান হয় ঃ 'তন্তুতে পট আছে'। পটের সাথে তার শুক্ল বর্ণের সমবায় সম্বন্ধ। এক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান হয়ঃ 'এই পটে শুক্ল গুণ আছে'। সমবায় সর্বত্রই এই একই রকমের প্রতীতি বা অনুগত বুদ্ধি উৎপন্ন করে বলে সমবায়কে 'এক' বলা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমবায় মানলে, গৌরব দোষ হয়।

সমবায় কেবল এক নয়, তা নিত্যও বটে। এই সম্বন্ধ এক হলে তা যে নিত্য হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আকাশ নিত্য দ্রব্য। আকাশে আছে যে দ্রব্যত্ব জাতি, তাও নিত্য। আকাশের সাথে দ্রব্যত্বের যে সম্বন্ধ তারও উৎপত্তি বিনাশ নেই অর্থাৎ তা নিত্য। সেই একই সম্বন্ধ তো টেবিল ও তার বাদামী রংয়ের মধ্যে আছে। তাহলে সেই সম্বন্ধও নিত্য হবেই।

সমবায় ও সংযোগ সম্বন্ধ

সমবায় ও সংযোগ দুটিই সম্বন্ধ হলেও এদের মধ্যে নানা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলি আমরা একে একে নিম্নে আলোচনা করলাম ঃ

১) দুটি পদার্থের মাঝে সমবায় সম্বন্ধ থাকলে, তারা আধার-আধেয় ভাবে প্রতীত হয়। কিন্তু দুটি পদার্থের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ থাকলেও, দুটি পদার্থ অনেক সময় আধার-আধেয় ভাবে জ্ঞাত হয়। যদিও সংযোগ যে সর্বদাই বৃত্তি-নিয়ামক হয়, এমন নয়। দুটি পরমাণুর সংযোগ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি পরমাণু আধার, অন্য পরমাণু আধেয়, এমন ভাবে প্রতীত হয় না। আমার দুটি করতল সংযুক্ত করে যখন আমি নমস্কার করি, তখন করতল দুটির সংযোগ আছে, কিন্তু তারা আধার-আধেয় ভাবে প্রতীত হয় না। সমবায় সম্বন্ধ কিন্তু সর্বদাই বৃত্তি-নিয়ামক অর্থাৎ আধার-আধেয় ভাবে প্রতীত হয়।

২) সংযোগ সম্বন্ধ একটি দ্রব্যের সাথে আর একটি দ্রব্যেরই হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধী যে সব সময় দুটি দ্রব্যই হবে এমন কিন্তু নয়। তন্তু ও পট, দুটি দ্রব্যই। এদের সম্বন্ধ সমবায়। আবার পট ও পটরূপ, এদের একটি দ্রব্য(পট), কিন্তু অপরটি(পটরূপ) গুণ। তা সত্ত্বেও এদের সম্বন্ধ সমবায়। আবার গুণ ও গুণত্ব জাতি। এদের কোনটিই দ্রব্য নয়। কিন্তু এদের সম্বন্ধও সমবায়।

৩) সংযোগ সম্বন্ধের সম্বন্ধী দুটি যুতসিদ্ধ পদার্থ। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধী দুটি পদার্থ অযুতসিদ্ধ।

৪) সমবায় এক ও নিত্য। কিন্তু সংযোগ বহু ও অনিত্য। টেবিলের সাথে বইয়ের সংযোগ, ভূতলের সাথে ঘটের সংযোগ, দুটি ভিন্ন সংযোগ। প্রত্যেকটি সংযোগই এক বিশেষ সময় উৎপন্ন হয়, ও এক বিশেষ সময় বিনষ্ট হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ সর্বত্র একই প্রতীতি উৎপন্ন করে, ‘এটি এটিতে আছে’ - এই প্রতীতির জন্য তা এক ও নিত্য।

৫) সমবায় একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। কিন্তু সংযোগ ‘গুণ’ পদার্থের অন্তর্গত। ন্যায়-বৈশেষিকরা যে চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকার করেন তন্মধ্যে সংযোগ একটি গুণ। সংযোগ গুণ বলে সংযোগী দ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু সমবায় তার অনুযোগী প্রতিযোগীর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অন্য সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না। তা তার নিজের স্বরূপের দ্বারাই অনুযোগী প্রতিযোগীর সাথে যুক্ত হয়। সমবায় তার স্বরূপের দ্বারাই অনুযোগী প্রতিযোগীর সাথে যুক্ত হতে পারে, কারণ সমবায় সম্বন্ধ-রূপ পদার্থ। ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত বিভিন্ন সম্বন্ধের মধ্যে একমাত্র সমবায়ই সম্বন্ধ-রূপ পদার্থ।

৬) সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধ, অর্থাৎ সংযোগ যে অধিকরণে থাকে, সেই অধিকরণে তার অভাবও থাকে; যেমন বৃক্ষ পক্ষী সংযোগ আছে বললে সেখানে পক্ষী সংযোগের অভাবও আছে বলা যায়। কিন্তু সমবায় ব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধ। ঘটে রূপ থাকে সমবায় সম্বন্ধে। কিন্তু ঘটের কোন অংশে রূপ আছে আর কোন অংশে নাই এরকম বলা যায় না। ঘটের সর্বত্রই রূপ বিদ্যমান।

৭) আচার্য উদয়ন সমবায়কে 'নিত্যপ্রাপ্তি' বলেছেন। অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধই সমবায়। অযুতসিদ্ধের মানে হল প্রাপ্তসিদ্ধ অর্থাৎ তারা প্রাপ্তই থাকে। অপ্রাপ্ত থাকে না। তাই প্রাপ্তদ্বয়ের যে সম্বন্ধ তাই সমবায়। কিন্তু সংযোগ অপ্রাপ্তদ্বয়ের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ।

সমবায় ও স্বরূপ সম্বন্ধ

স্বরূপ সম্বন্ধ অনুযোগী প্রতিযোগী থেকে ভিন্ন কোন পদার্থ নয়। স্বরূপ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে, হয় অনুযোগীর স্বরূপ অথবা প্রতিযোগীর স্বরপই সম্বন্ধরূপে কাজ করে। যেমন ভূতলের সাথে ঘটাভাবের সম্বন্ধের ঘটক ভূতলের তৎকালীন স্বরূপটাই। ভূতল ও ঘটাভাবের অতিরিক্ত কোন পদার্থ এই সম্বন্ধ নয়। আবার সমবায়ের সাথে তার অনুযোগী বা প্রতিযোগীর যে সম্বন্ধ, তাও স্বরূপ সম্বন্ধ। সমবায়ের স্বরূপই এই সম্বন্ধ।

কিন্তু সমাবায় সম্বন্ধ তার অনুযোগী প্রতিযোগীর থেকে ভিন্ন পদার্থ। টেবিল ও তার বাদামী রং এর যে সম্বন্ধ তা টেবিল ও বাদামী রং থেকে ভিন্ন পদার্থ।

স্বরূপ সম্বন্ধ নিত্যও হতে পারে। আবার অনিত্যও হতে পারে। বস্তুর যে স্বরূপটি সম্বন্ধ রূপে কাজ করছে, তা যদি নিত্য হয়, তাহলে স্বরূপ সম্বন্ধটি নিত্য, আর যদি অনিত্য হয়, তাহলে সম্বন্ধটি অনিত্য হয়। আকাশে রূপের অভাব আছে, আকাশের সাথে রূপাভাবের যে সম্বন্ধ তা স্বরূপ সম্বন্ধ। আকাশের স্বরূপটিই এই সম্বন্ধ। আকাশের স্বরূপ নিত্য। কাজেই এক্ষেত্রে স্বরূপ সম্বন্ধটিও নিত্য। ভূতলে যখন ঘটের অভাব আছে, তখন ভূতল ও ঘটাভাবের সম্বন্ধ স্বরূপ সম্বন্ধ। ভূতলের তৎকালীন অর্থাৎ প্রতিযোগী ঘটের অনুপস্থিতিকালীন স্বরূপই এই সম্বন্ধ। এই স্বরূপটি নিত্য নয়। কারণ, ভূতলে ঘট এনে রাখলেই এই স্বরূপটি বিনষ্ট হয়। সুতরাং এই স্বরূপ সম্বন্ধটি অনিত্য। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ সর্বদা নিত্য।

সমবায় সম্বন্ধ স্বীকারের যুক্তি

নৈয়ায়িকগণ বলেন, সমবায় সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আমরা ঘট প্রত্যক্ষ করি, ঘটের লাল রং প্রত্যক্ষ করি এবং এদের সম্বন্ধকেও প্রত্যক্ষ করি। ঘট ও লাল রং থেকে পৃথক বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করি। ঘটের সাথে চোখের সংযোগ সন্নিকর্ষ, লাল রংয়ের সাথে সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ এবং সমবায়ের সাথে সংযুক্ত-বিশেষণতা সন্নিকর্ষের ফলে, ঘট ও তার লাল রং ও তার সমবায় সম্বন্ধ, এই তিন পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে, যেখানে সম্বন্ধীদ্বয় প্রত্যক্ষযোগ্য, কেবল সেখানেই সমবায়ের প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িকরা স্বীকার করেন।

বৈশেষিকমতে, সমবায় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নয়, তা অনুমান-সিদ্ধ। কারণ, সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের প্রতি সম্বন্ধীর অর্থাৎ সম্বন্ধের আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। সমবায় এক বলে স্বীকৃত হওয়ায়, এই সম্বন্ধের সমম্বন্ধী অসংখ্য। এই অসংখ্য সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষ হওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। কাজেই বলতে হবে সমবায়ও অপ্রত্যক্ষ। সমবায় সিদ্ধ হয় অনুমানের দ্বারা। অনুমানটি হল এই রকম ঃ যদি দুটি পদার্থ আধার-আধেয় ভাবে প্রতীত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধও থাকে। যেমন কুণ্ড ও বদরের আধার-আধেয় ভাব প্রতীত হয় এবং তাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধও আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই সম্বন্ধ কুণ্ড অনুযোগিক ও বদর প্রতিযোগিক সংযোগ সম্বন্ধ।

‘কুণ্ডে বদর’ প্রতীতির মত ‘তন্তুতে পট’ বা ‘ঘটে শুক্লবর্ণ’ এই প্রতীতির ক্ষেত্রে ঘট আধার শুক্লবর্ণ আধেয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রগুলিতেও আধার-আধেয়ভাব প্রতীতির নিয়ামক রূপে তন্তু ও পট, ঘট ও শুক্লবর্ণের মধ্যে একটি সম্বন্ধ বিশেষ স্বীকার করা আবশ্যক। এই সম্বন্ধ সংযোগ হতে পারে না। তন্তু হচ্ছে অবয়ব, পট হচ্ছে অবয়বী। অবয়ব এবং অবয়বী অযুতসিদ্ধ পদার্থ। সংযোগ যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়েরই সম্বন্ধ। ঘট ও তার শুক্ল বর্ণের সম্বন্ধও সংযোগ হতে পারে না। সংযোগ সম্বন্ধ দুটি দ্রব্যের মধ্যেই হয়। ঘট দ্রব্য পদার্থ হলেও শুক্ল বর্ণ কিন্তু গুণ পদার্থ। সুতরাং এদের সম্বন্ধ সংযোগ হতে পারে না। এই সম্বন্ধ যে কালিক, দৈশিক, বিষয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধ নয়, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

এখানে প্রতিপক্ষ হয়ত বলতে পারেন, এই সম্বন্ধকে স্বরূপ সম্বন্ধ বলা যেতে পারে। স্বরূপ সম্বন্ধ অনুযোগী প্রতিযোগী থেকে ভিন্ন কোন পদার্থ নয়। কাজেই তন্তু ও পট, ঘট ও তার শুক্ল বর্ণের সম্বন্ধটি স্বরূপ সম্বন্ধ বললে আমাদের লাঘব হয়। কিন্তু বৈশেষিক দার্শনিক বলেন, সম্বন্ধটিকে যদি সমবায় বলি, তবেই লাঘব হয়, স্বরূপ সম্বন্ধ বললে লাঘব হয় না। তন্তু ও পটের সম্বন্ধ যদি স্বরূপ হয়, তাহলে তা হয় তন্তু স্বরূপ অথবা পট স্বরূপ হবে। ধরা যাক তা তন্তু স্বরূপ। অনুরূপ যুক্তিতে বলতে হবে, ঘট ও কপালের সম্বন্ধ কপাল স্বরূপ। বৃক্ষ ও শাখার সম্বন্ধ শাখা স্বরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার ঘট ও তার শুক্ল বর্ণের ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি যদি ঘট স্বরূপ হয়, তাহলে অনুরূপ যুক্তিতে বলতে হবে, টেবিল ও তার বাদামী রং এর সম্বন্ধটি টেবিল স্বরূপ, বস্ত্র ও তার লাল রং এর সম্বন্ধটি বস্ত্র স্বরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে অনুযোগী ও প্রতিযোগীর ভেদে প্রতি ব্যক্তিতে সম্বন্ধের কল্পনায় গৌরব দোষ হয়। তার চাইতে, এই ধরণের সকল বিশিষ্ট বুদ্ধির ক্ষেত্রে সম্বন্ধটিকে সমবায় বললে লাঘব হয়; কারণ সমবায় নিত্য এবং এক। এইভাবে বৈশেষিকগণ যুক্তির দ্বারা সমবায় বলে একটি সমবন্ধ রূপ পদার্থ সিদ্ধি করেন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ